সমকাল

13 APR 2017

স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট

ছোটদের নির্বাচনে বড়দের ব্যাধি

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার মাকড়াইল কেকেএস ইনস্টিটিউশনে স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে– এমন অভিযোগেই সব ঝামেলা শেষ হয়ে যায়নি। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। আহত অন্তত তিনজন। শিক্ষার্থীদের শঙ্কা– আরও সংঘর্ষ হতে পারে। তাই অনেকেই বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ– তিনি একপক্ষ নিয়ে ছাত্রদের হুমকি দিচ্ছেন। গত ৩০ মার্চ দেশের বিভিন্ন স্কুলে স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট নির্বাচন হয়েছে। স্কুল জীবন থেকেই গণতন্ত্র চর্চা করবে ছাত্রছাত্রীরা, এটাই উদ্দেশ্য। দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচন স্থগিত রাখার কারণ হিসেবে অনেকেই সংঘাতের শঙ্কার কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বশেষ ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছে দুই যুগেরও বেশি আগে। বিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর উচ্ছ্বসিত হয়ে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন– বড়রা যা পারেনি, ছোটরা তা করে দেখাচ্ছে। কিন্তু নড়াইলের এ বিদ্যালয়টির ঘটনা জানিয়ে দিল যে ছোটদের মধ্যেও বিদ্বেষ-সংঘাত ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এবং সেটা করছেন বড়রা। এটা কাঙ্ক্ষিত ছিল না। কিন্তু তা ঘটছে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশও ডাকতে হচ্ছে। সংঘাতের জেরে বিদ্যালয়ে যেতে ভয় পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এ অবস্থায় অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হয়ে বলতেই পারেন, যে নির্বাচন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘাত ডেকে আনে, তেমন নির্বাচন আর চাই না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যাশা, এ ধরনের নির্বাচনের সুযোগে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সহনশীলতা, মূল্যবোধ ও উদার মনোভাবের প্রসার ঘটুক। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, দুষ্টু কিছু লোক এ সুন্দর আয়োজনকেও ভণ্ডুল করে দিতে তৎপর। কেউ কেউ বলবেন, লোহাগড়ার ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর থেকে জানা যায়, নির্বাচন প্রভাবিত করার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে এবং তার পেছনে কাজ করেছে রাজনীতি। এদের রোখা কি আদৌ সম্ভব নয়?